দ্বিতীয় প্রবাস - ২১

ডঃ মোহাম্মদ আবদুর রাযযাক

আগের সংখ্যাটি পড়ার জন্যে এখানে টোকা মারুন

দেখতে দেখতে অক্টোবর মাস এসে গেলো। এ মাসের শেষ সপ্তাহে - সাতাশ, আটাশ, এবং উনত্রিশে অক্টোবর তারিখে শেরিফের বিয়ের তিন অনুষ্ঠান। সাতাশ তারিখ গায়ে-হলুদ, মেহদী (হলুদের বিকল্প গুজরাটি অনুষ্ঠান), এবং নিকাহ; আটাশ তারিখে রুখসাত আর সবশেষে উনত্রিশ তারিখে বৌভাত বা ওয়ালিমা। সিডনী থেকে শেরিফের আসার কথা পনেরোই অক্টোবর। বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে দেশ বিদেশের আত্মীয় স্বজনদের আসা শুরু হবে উনিশ তারিখ থেকে । ঠিক হয়েছে আত্মীয়দের অধিকাংশই প্রথম নিউ জার্সির হাইল্যান্ড পার্কে আমাদের বাসায় আসবেন। এখানে সকলে মিলে ঈদুল ফিতর উদযাপন করে পঁচিশ তারিখে বিয়ের অনুষ্ঠানের ঋনুে কানেটিকাটের মিডলটাউনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবো। নাসিমের ইচ্ছে মেহমানদের আসার আগেই ডালা-কুলা সাজানো এবং বিয়ের শাড়ী, গহনা এবং অন্যান্য দানসামগ্রী পাঠানোর প্যাকেট তৈরী করার কাজ যতটা সম্ভব সেরে রাখা। অকাজের আমাকে দিয়ে যেহেতু তেমন কিছুই হবার নয়, স্বাভাবিক কারণেই সে রাতদিন ব্যস্ত। আমাদের সেলাইয়ের মেশিন না থাকায় কাজের গতি যতটা দ্রুত হওয়া উচিৎ ছিল ততটা হচ্ছে না, তবে আগাচ্ছে; থেমে থাকছে না। কোন কিছু কেনা কাটার প্রয়োজনে বুলন্দকে ডাকলেই সে গাড়ী নিয়ে হাজির। একটা স্থানীয় দৈনিক পত্রিকার বিতরণ ব্যবস্থাপক হবার সুবাদে ওকে প্রায় সারাক্ষণই নিউ ব্রানসউইক এবং তার আশে পাশের শহর ও শহরতলির এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াতে হয়। এই কারণে এই এলাকা এবং এর কাছাকাছি প্রায় সবগুলো Shopping Mall ওর খুব ভালোভাবে চেনা। নাসিম ডাকলেই সে হাসিমুখে এসে হাজির হয়; আর না ডাকলে নিজে যেঁচে খোঁজ নেয় কোথাও যেতে হবে কিনা।

এর মধ্যে আমাদের হবু বৌ এর বোন ফারাহর কাছ থেকে গীতা মাথুর নামে এক ভারতীয় wedding organizer এর ঠিকানা পাওয়া গেল। তিনি আমাদের বাসা থেকে বিশ মিনিট ড্রাইভিং দূরত্বে থাকেন। তাকে ফোন করতেই তিনি নাসিমকে তার শো-রুমে নিয়ে যাবার জন্য সময় দিলেন এবং সময়মত নিয়েও গেলেন। যদিও নানা কারণে সেখান থেকে অনেক কিছু কেনা সম্ভব হোলনা, তবে সাজ-সজ্জার আইডিয়া পাওয়া গেলো প্রচুর । সে সব নতুন আইডিয়া, তার নিজের সৃজনশীলতা এবং একমাত্র পুত্রের জন্য স্নেহময়ী মায়ের মনের সবটুকু মাধুরী মিশিয়ে নাসিম শেরিফের বিয়ের ডালা সাজানো এবং প্যাকেট বানানোর কাজে বলা যায় 'কায়মনোবাক্যে' আত্মনিয়োগ করলো। সে সময়টা রোজার মাস হওয়ায় একটু বাড়তি সুবিধা পাওয়া গেল; দিনের বেলা রান্না খাওয়ার ঝামেলা নেই। দিনে তো বটেই, কাজ করার জন্য নাসিম অনেক রাত পর্যন্ত জাগে, আমি তাকে সঙ্গ দিই। কিন্তু সে যখন তার করা সাজ-সজ্জার ব্যাপারে আমার মতামত জানতে চায়, তখনই সমস্যা বাঁধে। ওসব ব্যাপারে আমি যাকে বলে একেবারে 'ক অক্ষর গোমাংস'। সময় পেলেই ভাগ্নী মাহারীন আসে আর বড়খালার তৈরী ডিজাইন নিয়ে মতামত জানায়। এছাড়া বিয়ে সংক্রান্ত নানা বিষয় নিয়ে প্রায় প্রতি রাতেই টেলিফোনে নিউজার্সিতে অবস্থানরতা মা-আর মিশিগানের মিডল্যান্ড শহরের

বাসিন্দা মেয়ের দীর্ঘ long distance কথাবার্তা হয়। লক্ষ্য করি এসব আলাপ আলোচনার পর-পরই ডিজাইনের পরিবর্তন ঘটে। এই প্রথম উপলব্ধি করলাম যে বিয়ের ডালা-কুলা সাজানো বা বিয়ের দানসামগ্রীর প্যাকিং কেমন হবে তা নির্ধারণ করা এবং সে ধরণের প্যাকেট বানানো পৃথিবীর তাবৎ কাজের চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ!

বাগদান অনুষ্ঠানে না আসতে পারায় আমাদের হবু বৌ সাবাহ কিংবা তাদের পরিবারের কারো সাথে নাসিম আর আমার দেখা হয়নি। সম্ভবতঃ সে কথা মনে রেখে অক্টোবরের পনেরো তারিখে সাবাহ, তার বোন ফারাহ, তাদের বড় ভাই ইরফান এবং তার ছেলে ছোট্ট নুরে আমান আমাদের সাথে দেখা করতে আমাদের নিউ ব্রানসউইকের বাসায় এলো। ওরা আমাদের বাড়ির কাছে Little India নামে পরিচিত Iselin ও Oak Tree Road এলাকায় এসেছিল আগে অর্ডার দেয়া বিয়ের কিছু জিনিষপত্রের ডেলিভারী নিতে। নিঃসন্দেহে আজকের এই পরিচয়পর্বটা আমাদের দুই পক্ষের জন্যই নুতন অভিজ্ঞতা। একটি নির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে বেড়ে ওঠা একটি মেয়ে সম্পুর্ণ ভিন্ন সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী তার হবু শ্বশুর শ্বাশুরীর সাথে প্রথমবারের মত দেখা করতে আসছে; নিশ্চয়ই তার জন্য এটা খুব একটা স্বস্তিকর অভিজ্ঞতা হওয়ার কথা নয়। অন্যদিকে কিভাবে তাকে স্বাগত জানানো উচিৎ,তা ভেবে হবু শ্বশুর-শ্বাশুরী আমি এবং নাসিম কিছুটা হলেও উদ্বিগ্ন। তবে এই পরিচিতি পর্বে ভাগ্নী মাহারীন আমাদের বাসায় থাকায় খুব ভাল হোল। মাহারীন ফ্লোরিডার টাম্পা শহরে বাগদানের অনুষ্ঠানে হাজির ছিল; আজকের অনুষ্ঠানে ওর উপস্থিতি সাবাহর অস্বস্তি কমিয়ে ওকে আমাদের সাথে সহজ হতে খুব সাহায্য করলো। এর তিন চারদিন পর, উনিশ তারিখ সাবাহর আম্মাও আমাদের সাথে দেখা করে গেলেন।

সাবাহদের পরিবার গুজরাটী হলেও ওরা চোস্ত উর্দুভাষী। এদের উর্দু বেশ খানাদানী, সাধারণ আম-জনতার উর্দু নয়। এরা 'বাৎচিৎ' করেন না, করেন 'গুফৎগু'। প্রাকবিবাহিত জীবন, বিশেষ করে কিশোরী এবং তরুনী কালের বেশির ভাগ সময় সরকারী কর্মচারী বাবার সাথে তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তানে কাটানোর ফলে আমার গিন্নী নাসিমের উর্দুতে বেশ ভালো দখল। জীবনের বেশির ভাগ সময় করাচী আর রাওয়ালপিন্ডি কাটানোর সুবাদে আমার শ্বশুর বাড়ীর সবাই খুব ভালো উর্দু জানেন। খুব ভাল বলবো না, তবে আমি নিজেও কাজ চালানোর মতো উর্দু লিখতে, পড়তে এবং বলতে পারি। তা সত্বেও হবু বেয়ান বা 'সম্বন্ধন' এর সাথে আমার 'গুফৎগু' খুব জমলো বলা যাবে না; আমার কাজ চালনোর মতো উর্দু সম্বল করে আমি আলাপ-সালাপে খুব একটা সুবিধা করে উঠতে পারলাম না। গিন্নী অবশ্য 'সম্বন্ধনের' সাথে সমানে সমানে পাল্লা দিয়ে গেলেন। জমজমাটি আড্ডার অনুকুল পরিবেশ থাকা সত্বেও সম্ভবতঃ জীবনে প্রথমবারের মতো আমি আড্ডার বাইরে থেকে গেলাম। সারা জীবন খাস বাংগালী, মজলিসি মানুষ হিসেবে পরিচিত এই আমি কি আমার এই ব্যর্থতায় কষ্ট পেলাম? বলতে পারবো না, তবে একটু হোঁচটতো অবশ্যই খেলাম। হঠাৎ করেই মনে হলো সময় পালটে গেছে; বিয়েটাই যখন অনাবাসী বাংগালী বর ও অবাংগালী কনের মধ্যে সেখানে পরিবারের মেলবন্ধনের ধারা শাশ্বত বাংগালী সমাজের মতো হবে ভাবাটাই কি অযৌক্তিক নয়? শচীন কর্তার 'সেই যে দিনগুলি, বাঁশি বাজানোর দিনগুলি, ভাটিয়ালীর দিনগুলি আজো তারা ডাকে ... ...' কিংবা হালের কুমার বিশ্বজিতের 'একদিন বাংগালী ছিলাম রে ... ...' জাতীয় গানকে চিন্তা চেতনার নিত্য সংগী

বানিয়ে হা হুতাশ করে কোন লাভ নেই। 'সেই ঢাকা মেল নেই তো আর, নেই পদ্মার ইস্টিমার ... ... । এসব ভাবনা বিষন্নতাই শুধু বাড়ায়, আর কিছু নয়।

আগের পরিকল্পনা মতো পনেরো তারিখ থেকে লোকজনদের আসা শুরু হয়ে গেলো। শীত-বস্ত্রের অভাব হলো না। চৌদ্দ তারিখের মধ্যেই মাহমুদ হাসান-মঞ্জুভাবী আর বুলন্দ-মুশতাকের বাসা থেকে দশ বারোজন মানুষের প্রয়োজন মেটাতে পারার উপযোগী বিছানাপত্র-কম্বল-বালিশ এসে গেলো। তাছাড়া বাসায় central heating এর ব্যবস্থাও রয়েছে; অসুবিধা হবার কোন কারণ নেই। শেরিফ সবার আগে -পনেরোই অক্টোবর - এলেও বিয়ের official formalities সম্পন্ন করার জন্য মিডলটাউন চলে গেল। উনিশ তারিখ ম্যাঞ্চেস্টার থেকে এলো তার ছোটমামা রাশেদ, মামী তাতন আর তাদের দুই মেয়ে রুশদা আর রুয়াইদা। ওরা অবশ্য এসেই দুদিনের জন্য মেরিল্যান্ডে ওদের চতুর্থ বোন শিরীনের ওখানে চলে গেল। এরপর একুশ তারিখ কানাডা থেকে এলো শেরিফের বড় খালা-খালু রাকিম ও সাইদ, সে রাতেই রোম থেকে এলো তার মেজখালা নাসরীন, বাইশ তারিখ রাশেদ তার পরিবার সহ ফিরে এল। এদেরকে নিয়ে ঈদ উদযাপন করে আমরা পঁচিশ তারিখ দুপুরে মিডলটাউনে বিয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের venue গুলির কাছাকাছি অবস্থিত একটি মোটেলে চলে যাব। এ ছাড়াও ঢাকা থেকে আমার ছোট বোন, শেরিফের বড় ফুপু ফরিদা এসেছে; নিউইয়র্কে বসবাসরত ওর ছেলে পরাগের সাথে ঈদ করে ওরা সরাসরি বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দেবে। লন্ডন থেকে আমার ফুপু শ্বাশুরী তাহেরা চৌধুরীও বিয়েতে যোগ দিতে এসে নিউইয়র্কে তার ভাগ্নের বাসায় উঠছেন। তিনিও সরাসরি বিয়ের অনুষ্ঠানে চলে যাবেন। আমেরিকা এবং কানাডা প্রবাসী আমার আরো অনেক আত্মীয় বন্ধুদেরও বিয়েতে যোগ দেবার কথা। তাদের অধিকাংশেরই ছাব্বিশ তারিখ রাতের মধ্যে মিডলটাউনে নির্ধারিত মোটেল বা ইন এ পৌঁছে যাবার কথা। এতসব অতিথিদের আসা যাওয়ার ডামাডোলের মাঝে ও বিয়ে সংক্রান্ত বেশ কিছু প্রয়োজনীয় কাজ সারতে হোল। এর মধ্যে রয়েছ নিউ জার্সি থেকে কানেটিকাটে যাওয়া-আসা এবং বিয়ের অনুষ্ঠানের পুরো এক সপ্তাহের জন্য একটা বড় - ৭ জন বসতে পারে এমন SUV van ভাড়া করা; হলুদের অনুষ্ঠানে নিউইয়র্কের আলাউদ্দিনের মিষ্টির দোকান থেকে হলুদের venue তে মিষ্টি নেবার ব্যবস্থা করা; হলুদ এবং মেহদীর অনুষ্ঠানে গানের আয়োজন করা; বরযাত্রার জন্য সাদা limousine এর ব্যবস্থা করা; বৌভাতের অনুষ্ঠানের venue তে floral arrangement এর ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে বিয়ের মেহমানদের থাকার সুবিধার কথা চিন্তা করে প্রায় একবছর আগেই সোনিয়া বিভিন্ন মুল্যমান বা rent এর দু'তিনটি Inn এবং মোটেলে বেশ ক'টি কামরার জন্য block booking দিয়ে রেখেছিল। এটাই নাকি এখানকার বিয়ে শাদী বা এ জাতীয় পারিবারিক অনুষ্ঠানের প্রচলিত রীতি। এতে করে ভাল discounted rate পাওয়া যায়। নিমন্ত্রন পত্রের সাথে এইসব Inn বা motel এর বিশদ বিবরণ, যেমন কেমন করে নিকটবর্তী এয়ারপোর্ট থেকে কিংবা ড্রাইভ করে ওখানে পৌছতে হবে, কবে নাগাদ বুকিং করতে হবে ইত্যাদি অতিথিদেরকে পাঠিয়ে দেয়া হয়। তারা যথাসময়ে নিজেদের পছন্দের মোটেল বুক করেন এবং সেখান থেকে অনুষ্ঠানে যোগ দেন। অনেক সময় অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত অন্যান্য বন্ধু-স্বজনদের সাথে যোগাযোগ করে তারা একই মোটেল বা Inn অথবা কাছাকাছি থাকার ব্যবস্থাও করতে পারেন। সবাই মিলে বিয়ের আনন্দ যাতে পূর্ণভাবে উপভোগ করা যায় সেই কথা ভেবে আমাদের পরিবার এবং ঘনিষ্ট আত্মীয় স্বজনদের জন্য মিডলটাউনের Residence Inn Marriott মোটেল আটটি

suite এবং two-bedroom কামরা বুক করা হয়েছে। পঁচিশ তারিখে আমরা সেখানে পৌঁছাবো; তবে আমাদের বেশ কিছু আত্মীয় স্বজন ছাব্বিশ তারিখ রাতে সেখানে পৌঁছাবেন।

২৩শে অক্টোবর ঈদুল ফিতর। নিউজার্সি ও পাশের এলাকাগুলিতে মুসলমান সম্প্রদায় তিন আলাদা তারিখে রোজা শুরু করায় ঈদুল ফিতর কবে হবে সে ব্যাপারে মতভেদ ছিল। বিশে অক্টোবরের জুমার নামাজেও ঈদের তারিখ নিয়ে বিভ্রান্তি ছিল। কিন্তু শনিবার রাতে জানা গেল যে বেশির ভাগ লোকই সোমবার ঈদ পালন করবে। নিউ জার্সিতে দু জায়গায় ঈদের জামাত হবে। দুটি জায়গাতেই সকাল আটটায় প্রথম জামাত শুরু হবে এবং তার পর জোহর নামাজের আগ পর্যন্ত প্রতি ঘন্টায় একটি করে জামাত হবে। আমি, শেরিফ, সাইদ আর রাশেদ - আমরা নামাজ আদায় করার জন্য সদলবলে বাড়ির কাছের মসজিদে গেলাম। নামজের আয়োজকদের নির্দেশ অনুযায়ী আমরা মসজিদ থেকে একটু দুরে একটা বিশাল কারপার্কে গাড়ী রেখে বিশাল লাইনে দাঁড়িয়ে গেলাম। সেখান থেকে সাটল বাস আমাদেরকে মসজিদে নিয়ে যাবার কথা। ঘরে বসে বুঝতে পারি নি যে সেদিন মৌসুমের সবচেয়ে ঠান্ডা দিন; ঈদের পোশাক পরে সাটল বাসের জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে জমে যাবার জোগার। গোদের উপর বিষফোঁড়ার মত কনকনে বাতাস কষ্ট আরো বাড়িয়ে দিচ্ছিল। প্রায় বিশ মিনিট অপেক্ষা করার পর আমরা বাসে উঠতে পারলাম এবং সাত আট মিনিটের মধ্যেই মসজিদে পৌঁছে গেলাম। কথা ছিল ভাগ্নী জামাই তারিক এসে আমাদের সাথে নামাজে যোগ দেবে; কিন্তু কি কারণে যেন ও আসতে পারেনি। নামাজ শেষে সাটল বাস আমাদেরকে আবার কারপার্ক ফিরিয়ে নিয়ে এল। আমরা নিজেদের গাড়ীতে বাসায় ফিরে এলাম।

দুপুরের আগে তারিক এবং মাহারীন চলে এলো। একটু পর মাহমুদ হাসান এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। আমরা সবাই মিলে অত্যন্ত আনন্দের সাথে দুপুরের খাবার সারলাম। খাবার শেষে মাহমুদ হাসান চলে গেলেন। সত্যি আমরা কেউ ভাবিনি বাংলাদেশ থেকে হাজার হাজার মাইল দুরে বসে এমন আনন্দের ঈদ হবে। ছেলের বিয়ের অনুষ্ঠান উপলক্ষে এ যেন আমাদের উপরি পাওনা। বাচ্চাদের মধ্যে কে যেন গেয়ে উঠলো 'ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ ... । কবি যেন আমাদের মনের কথাটাই বলেছেন!ঠিক করা হলো বিকেলে সবাই মিলে জ্যাকসন হাইটস যাওয়া হবে। কিন্তু রাতে ক্লাশ থাকায় আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব হলোনা। বিকেল সাড়ে তিনটের দিকে দু গাড়ীতে করে বাড়ীর বাকী সবাই ঈদের রাতের জ্যাকসন হাইটস দেখার জন্য নিউইয়র্ক রওয়ানা হয়ে গেল।

সব অতিথিরা চলে আসায় আমাদের ছোট্ট এক বেডরুমের চুপচাপ বাসা হঠাৎ করেই কোলাহল মূখর হয়ে উঠলো। আমাদের এপার্টমেন্ট কম্পলেক্স এর নিয়ম অনুযায়ী আমরা হৈ হুল্লোর করে প্রতিবেশীর অসুবিধার কারণ ঘটাতে পারি না। কিন্তু না চাইলে ও এত ছোট বাসায় এতজন মানুষ থাকছি, একটু হৈ চৈ তো হবেই। তাই কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কারণ জানিয়ে কয়েকদিনের জন্য বাসায় বেশী মানুষ থাকার অনুমতি নিতে হোল। বোনদের এবং ভাই-বৌ এর আসার ফলে নাসিম তার অন্তহীন সাজ-সজ্জার কাজের সংগী পেলো। ঘনিষ্ট আত্মীয় স্বজনদের নিয়ে একসংগে থাকার সে কয়েকটি রাতের স্মৃতি ভোলার নয়। আমাদের একমাত্র বেডরুমে সব মেয়েদের শোয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে; আমরা পুরুষ মানুষেরা শুচ্ছি আমাদের সারা বসার ঘর জুড়ে। নানাধরণের গালগল্প,

নাকডাকা নিয়ে অভিযোগ, বাসার একমাত্র টয়লেটে যাওয়া নিয়ে প্রতিযোগীতা এবং সর্বোপরি দেশের বাইরে সবাই মিলে ঈদ করার আনন্দ - ইত্যাদি সব কিছু মিলিয়ে খুব ভালো কাটলো ক'টা দিন।

পঁচিশ তারিখ সকালে আমাদেরকে মিডলটাউন রওয়ানা হয়ে যেতে হবে। তাই চব্বিশ তারিখ খুব ব্যস্ততার মধ্যে কাটলো। হলুদতত্ব এবং বিয়ের যাবতীয় জিনিসপত্র ওদানসামগ্রী, বিয়েতে পরার জন্য মহিলাদের শাড়ী, গহনাপত্র আর সেই সাথে নিজেদের চার পাঁচদিন থাকার উপযোগী পোষাক প্যাকিং করতে হোল। নাসিম পরিবার পরিজনদের সবার জন্য কয়েক বেলা খাওয়া যায় এমন পরিমাণ মাংস রান্নার কাজে লেগে গেলো। যেহেতু আমাদের Inn এ রান্না করার ব্যবস্থা আছে, ঠিক করা হোল কিছু হাড়ি পাতিল সংগে নিয়ে যাওয়া হবে এবং প্রয়োজন মত নাস্তা, দুপুরের খাবার, হালকা স্ন্যাকস তৈরি করা হবে। এতে যেমন আর্থিক সাশ্রয় হবে, তেমনি সবাই মিলে খাবার নিয়ে দৌড় ঝাঁপের হাত থেকে বাঁচা যাবে। এমনি নানা ধরণের কাজে আমরা সারা দিন ব্যস্ত থাকলাম। কোন কিছু ভুলে ফেলে গেলে মহা বিপত্তি। সব কাজ সেরে শুতে শুতে বেশ রাত হলো। কিন্তু আমরা চিন্তামুক্ত হয়ে শুলাম। কোন কাজ আর বাকী নেই। দুপুরে তারিক আর মাহরীন গিয়ে car rental থেকে আমাদের 7-seater SUV নিয়ে এসেছে। পরদিন ঘুম থেকে জেগে brunch করে মিডলটাউন রওয়ানা হওয়া যাবে। *চলবে*

(ডঃ মোহাম্মদ আবদুর রাযযাক ইউনিভার্সিটি অফ নিউ সাউথ ওয়েলসের মার্কেটিং বিভাগে অধ্যাপনা করছেন। এই রচনাটি আমেরিকাতে তার দ্বিতীয়বার অবস্থানের অভিজ্ঞতার বিবরণ।)